মান

তাপস কুমার হাজরা

হ পেদান ঠাকু (প্রধান ঠাকুর) দেখনা তুর ফন্টাই আমহার ডোনকা ইখবার কুথা বুলবেক হাকি। তিনি চাঁত চলা গালো, ইখবার হামার সাথে কুকথা বললক লাই। অমহার ডোনকার লগে পেরানটা ধরাং পরাং করে। দেখনা পেদান ঠাকু ইখবার দেখ। এই বলে ভয় সন্ধ্যায় নরহরি ঠাকুরের কোঠাঘরের ছাঁচতলায় প্লাস্টারহীন ইঁটের ধাপিটায় ধপ করে বসে পড়ল করিম। নরহরি ঠাকুর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন। চা এক গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে একটু মেজাজি কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুই জানিসনা আমি ফোন চালাতে পারিনা। অশোক আর বাড়ি আসবে। কলা সকালে তু আসিস। ডোনকার সাথে কথা বলিয়ে দেব।

হ ঠাকু কাইল কাইল করে কেতোদিন কাটালি তু। তু আমহার ছেলাটারে হারায় দিলি। লিখি পড়ি শেষাঁয় তু ছেলাটার মাথা ঘুরায় দিলি। বাবু করে দিলি। ওই ইখহন মোকে চিনতে লারবে। বুঝাছি ই ইখহন মোকে কুথা বুলবেক লাই। বাড়ি আসবেক লাই। তু আমহার ছেলে হারায় দিলি। আমি তুকে ছাড়বেক লাই ঠাকু, আমি তুকে ছাড়বেকলাই। এই বলে কেঁদে উঠল করমি। নির্বাক হরিঠাকুর। পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে, নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে একটা বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দিল করমির দিকে। এই লে বিড়িটা ধরা। শুধু শুধু কাঁদিস ক্যানে। ছেলে চাকরি করবে, তা তাকে বাইরে থাকতে হবে না। এই তো আর কুড়ি তারিখ। আর দিন দশ বারো পরই বাড়ি আসবে। দেখবি তখন তোর জন্য নতুন কাপড় আনবে, কত খাবার আনবে, এত টাকা আনবে।

—দেখ ঠাকুর আমাকে টাকা দিখাস লাই। আমহার টাকার দরকার লাই। এত এত টাকা তুদের দরকার। আমহার ছেলা চাই তু আমহার ডোনকা এনে দে ঠাকু।

—আরে বাবা বলছিতো ডোনকা দিন দশেক পরে আসবে। আর বললাম না কাল সকালে ফোনে তোর সাথে ডোনকার কথা বলিয়ে দেবো।

—তু মিছাকুথা বুলছিস্ ঠাকু। আজ কন্টোল বাবু বলাছে। আমহার ডোনকা আর বাড়ি আসবেক লাই। সি সিখানে থিকে যাবে, ভুলা যাবে মোকে। আমি বুড়িটা হায়াছি। রোগা মেয়েটা দু দুটা ছেলা লিয়ে মোর কাছে আছে। আমি কাম কম করি। মুনিবরা পুরা টাকা দিতে লারে। তিরিশ চল্লিশ টাকায় কিমন করে চলে বলতো ঠাকু। এককেজি চালে কুড়ি টাকা লিয়ে ল্যায়। উতে চার চারটা প্যাট ভরেনা ঠাকু। আমহার মরদ বেঁচে থাকতে হর দিন প্যাট ভরে হাঁড়িয়া খেতাম। ইখন দু গেলাস বই জোটে না। চোপ্পর দিনে চারটে বিড়ি খাই। তুরাগো আগে কাম করলে দশ বারোটা বিড়ি দিতিস্। মুড়ি দিতিস্। তুর খ্যাত কম হল। কাম লাই। অন্যের কাম করি। বুড়িটা হয়্যাছি। আর পারি না। ছেটাকে তু কাম শিখাতে দিলি লা। লিখি পড়ি শিখালি। ইখন্ বাবু করে বাহার পাঠাঁই দিলি। আমার ডোনকাকে তু হারায় দিলি ঠাকু। ইখন প্যাটের লগে বুড়ি করমি কাম করা এ দু হাত দিয়ে কি ভিখ্ মাঙবে ঠাকু। তু ফিরা দে ঠাকু, তু আমহার ছেলা ফিরা দে। আবার কেঁদে উঠল করিম। যেন মরা সিন্দু বুকে নিয়ে ক্রুদ্ধ শোকার্ত অন্ধমুনির সানে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে দশরথ। ফিরে দিতে পারছে না সিন্ধুকে। বলতে পারছে না সে নির্দোষ। ইচ্ছে করে সে হারিয়ে দেয়নি তার ডোনকাকে।

সেই কবে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে ছোটনাগপুরের ক্ষয়িষ্ণু মালভূমির কোনও এক অজানা উপত্যাকা থেকে উঠে এসেছিল ভরমি তার বউ করমিকে নিয়ে। নারহরির তখন প্রচুর জমিজিরেত ছিল। ওরা সেখানে কাজ করতে এসে আর ফিরে যায়নি। কাজের ফাঁকে ভরমি নরহরিকে মুন্ডারি দুনিয়ার গল্প শোনাত। আর পলত, হ পেদানঠাকু এ জমি, এ জল, এ জঙ্গল, ও পাহাড় মোদের ছেল, ইখন্ তুদের।

—মোদের!

—হাঁ তুদের। সব তুদের। তুরা দিকুরা সব কেড়ে লিলি। মোদের মাথা গোঁজার ঠাঁই লাই।

—তো ফিরাই দিব।

—ফিরায় দিবি!

—হাঁ দিব। আমার ঝাড়ে বাঁশ কাটা। আমার ও পুকুর পাড়ে ঘর বানা।

—হ ঠাকু তুর খ্যাতে কাম করার লগে মোকে কিনে লিতে চাস্!

—না তুকে লিখে দিব ও জায়গা।

—লিখে দিবি!

—হাঁ দিব।

—হ শুধু ঘর!

—আর কী চাস।

—আমার মুন্ডারি মান।

—তাও দিব তোকে।

—দিবি!

—হ্যাঁ দিব।

এ ভাবেই একে একে দিন কেটেছে। নরহরির ঝাড়ে বাঁশ কেটে পুকুর পাড়ে ঘর বানিয়েছে ভরমি। করমির গর্ভে দুটো মেয়ে ‘জনি’ আর ‘ফণি’। আর একটা ছেলে ‘ডোনকা’ হয়েছে।

—হ পেদান ঠাকু কুথা রাখলি কই।

—কোন কথা?

—আমার মুন্ডারি মান।

—তোর জোনকা আমায় দে।

—কেনে দিব? আমার ডোনকা তুকে কেনে দিবি?

—ওকে লেখাপড়া শেখাব। বাবু বানাব।

—না দিবনা। আমার ডোনকা তুকে দিব না।

—আমি তোকে মুন্ডারি মান ফিরে দেব ভরমি।

—হাঁ দিব।

—তবে লে আমার ডোনকা। তুকে আমি দিয়ে দিলাম আমার ডোনকা। তারপর কবেই মরে গেছে ভরমি। ডোনকা আস্থে আস্তে বড়ো হয়েছে। হরহরি তাকে নিজের খরচায় লেখাপড়া শিখিয়েছে। বি.এ. পাশ করেছে। তবু ভরমির আত্মা যেন নরহরির কানের কাছে এসে বলে, হ পেদান ঠাকু কুথা রাখলি কই।

—রাখব ভরমি। আমি কথা রাখব। নরহরি কথার খেলাপ করে না। সময়ের চাকা পাকে পাকে অনেক পথ পরিক্রমা করেছে। নরহরি বুড়ো হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা কমেছে। আর ধৈর্য ধরতে পারছে না নরহরি। যদি না পারে কথা রাখতে! বড়ো ভুল হয়ে যাবে তার। একটা অকর্মা তৈরি করে করমিকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। আর ডোনকা দু ডাল ছাড়া হনুমানের মতো মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে আছাড় খেয়ে পড়বে দিকু জমিনদারদের দখল করে নেওয়া মাটিতে। ওর গলায় শিকল পড়িয়ে নাচাবে ওকে। আর করমির চোখের জলে নরহরির স্বর্গের সিঁড়ি পিছল হয়ে যাবে। ভরমির আত্মা ঘুরে ঘুরে বলবে, হ পেদানঠাকু কুথা রাখলি কই। যদি দেরি হয়ে যায়। তাই নরহরি তার এক বন্ধুর সহায়তায় কোনও এক মন্ত্রীকে ধরে লাখ দেড়েক টাকা ঘুস দিয়ে এই মাস দুয়েক হল ডোনকাকে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে। নরহরি পেরেছে তার কথা রাখতে। পেরেছে তার পূর্বপুরষের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। ভরমির হারানো মান ফিরিয়ে দিতে। কোনও এস.টি. সার্টিফিকেট নয়, কোনও বি.পি.এল.কার্ড নয় সে পেরেছে ডোনকা মুন্ডাকে সাব ইন্সপেক্টর ডোনকা বাবু বানাতে। তবে এর জন্য তাকে দু বিঘা জমি বিক্রি করতে হয়েছে। যাক জমি। কে ভোগ করবে। নরহরিতো জন্মের সময় নিয়ে আসেনি ওই জমি। ও পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। কিসের অধিকার। কোন অধিকার। ওই ভরমিরও তো জন্মেছিল তার পূর্বপুরুষদের মাটিতে। তার বাপ-ঠাকুরদার ভূমিতে। তবে ও আজ কেন ভূমিহীন। কেন কেড়ে নিল ওরা। আসমুদ্র হিমাচলের আদি বাসিন্দা ওরা। এ মাটির প্রতি কণায় কণায় মিশে আছে ওদের বাপঠাকুরদার ঘাম রক্ত। এখনও কেঁদে চলেছে করমি। খেঁকিয়ে উঠল নরহরি। এই দে করিম ভর সাঁজবেলায় গেরস্থ বাড়িতে কাঁদবি না বলে দিলাম। চুব কর্। লে বিড়িটা ধরা নীচেয় নামিয়ে রাখ বিড়িটা নিয়ে ধরালো করিম। বাইরে মটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়াল করিম। নরহরিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, ই দেখ্ পেদানঠাকুর, ছোটাঠাকু চলা এল। ইবার ফন্টা ইখবরা চালাতে বলনা ঠাকু। একথা বলে বলতেই উঠোন মটর সাইকেল স্টান্ড করে টুলবক্স খুলে কাঁচের বাক্সের ভিতর একটা সুদৃশ্য স্মারক নিয়ে এগিয়ে এল অশোক। নরহরির একমাত্র ছেলে। স্কুল মাস্টার। সাহিত্য চর্চাও করে। বেশ কিছুনি ধরে লিটিল ম্যাগাজিনে কবিতা-টবিতা বেরোয়। নরহরি বলে উঠলেন কী রে অশোক ওটা কী। অশোক প্রচন্ড উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দিল, এটা স্মারক গো বাবা। আজকে একটা সাহিত্য সভায় এটা সম্মাননা পেয়েছি। ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল নরহরি। বা বেশ ভাল জিনিস রে। হ্যাঁ রে আগেরার সে শিল মেডেলগুলোই কি এখন এরকম হয়েছে।

—বলতে পার অনেকটা সেই রকমই।

—তা তোকে ওরা কী জন্যে দিল রে?

—ওই তো বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখি। মানুষের কথা লিখি। আমার কবিতা ওদের ভালো লেগেছে। তাই সার্থক জনদরদি কবি হিসাবে আমাকে এটা সম্মাননা দিয়েছে।

নরহরি বুকটা আনন্দে আবেগে ধর ধর করে কেঁপে উঠল। 'বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া, কুছ নেহি তো হোকা থোরা থোরা'।

নরহরি অশোককে অন্যরকম ভাবত। অশোকের ভিতরে নরহরি ভরমির বলা গল্পের দিকু জমিনদার দেখ। আর ভাবত এই এদের আত্মকেন্দ্রিক আর্যরাই চুষে খেয়েছে ভরমির মতো অনার্যের রক্ত। নিজের ভালোটাকে আর ভালো করতে গিয়ে উড়ে সে জুড়ে বসে ভূমিপুত্রদেরই ভূমিহীন করেছে ওরা। কিন্তু নরহরি আজ নতুন করে আবিষ্কার করল অশোককে। অশোকও মানুষের কথা ভাবে। মানুষের কথা লেখে। রবি ঠাকুরের মতো বোবা উপেনদের হয়ে বলে, 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে'। আনন্দে ভরে উঠল নরহরির বুকটা। কাঁচের বাক্সটার উপর হাত বোলাতে লাগল। ঠিক যেমন ছোট্ট অশোকের মাথায় হাত বোলাত।

করমিও হাঁ করে দেখছিল ওটা। ছোটাঠাকুর মতো ডোনকাও লিখিপড়ি শিখাছে। ওর মতো চাকরি করাছে। ডোনকাও আনবে ওরম এট্টা। করিমও ওই পেদানঠাকুর মতো উটা হাতে করে লাড়বে। আদর করবে। ও বাক্সর ভেতর উটা চক্ চক্ করছে। উটাই এনেহেক সোনা আছে। উটা বিচে এনেহেক চাল হবে। এনেহেক আনাজ কিনবে করিম। এক হাঁড়ি ভাতে ইক্কেবারে বাখর গুলে দেবে। নেহেক দিন কাজে যাবে না। আরহাম করে চোপ্পর দিন প্যাট ভরে হাঁড়িয়া খাবে। রোগা জোনিটা প্যাট ভরে ভাত খেলে সেরে উঠবে। কামের লায়েক হবে। ডোনকারে, কন্টোল বাবুর কুথা যেন মিছা করিস। তু যেন মোকে ভুলা যাসনা বাপ আমার। তোর লগে মন আমার কিমন করে। তু ও ছোটাঠাকুর মতো ফিরে আ বাপ। তুরে ইখবার দেখি। তুর মাথায় হাত বুলাই। কোলে শোয়াই। ফিরে আ বাপ আমহার ডোনকা। এই ভাবতে ভাবতে করমির মুখ থেকে যেন অজান্তেই বেড়িয়ে এলো 'হ ডোনকা'। আচমকা ওরকম 'হ ডোনকা' কথা শুনে নরহরি বলে উঠলেন, কী হল রে করিম।

—হ পেদানঠাকু ইবার বল কেনে ছোটাঠাকুকে ফন্‌টা ইখবার চালহাতে।

ঘরে জামাপ্যান্ট পাল্টাচ্ছিল। অশোক। নরহরি ডাক দিল। এই অশোক। বেরিয়ে এল অশোক। বাবা, তোর ফোনটা একবার ডোনকাকে ধরিয়ে দে না। ওর মা একবার কথা বলবে। অন্য সময় হলে না করেই দিত অশোক। ও দেখতে পারেনা ডোনকাকে। ডোনকা ওর পিতা, পৈতৃক সম্পত্তি সব কেড়ে নিচ্ছে। ওর মনে হয় ডোনকা যেন ওর সৎ ভাই। তাই ডোনকার প্রতি ওর বাবার এত দরদ। কিন্তু ওর বাবাকে সম্মানার বাক্সটা এত আনন্দ সহকারে নাড়াচাড়া করতে দেখে মনটা একটু নরম হয়েছিল। তাই পিতৃ আজ্ঞা পালন করল, ফোনটা ধরালো ডোনকাকে। হাইড স্পিকারটা অন্ করে দিয়ে, 'তোর মায়ের সাথে কথা বল ডোনকা' বলে মোবাইলটা বারান্দায় নামিয়ে দিল। তর্ তর্ করে এগিয়ে এল করমি। মেঝেয় নামানো ফোন চিৎকার করছে। মা! এ মা কুথা বল্। কুথা বুলছিস লাই কেনে। ডোনকার গলা চিনতে পারছে করমি। ফোনটার দুপাশে হাত দিয়ে সুমড়ি খেয়ে পড়ল করিম। যেন ডোনকা শুয়ে আছে বারান্দায়। বহুদিন পরে ও চাঁদ মুখে একটা চুমু খাবে করমি।

—মা! হএ মা।

—হ বাপ ডোনকা তুই ইখন কুথা আছিস। কিমন আছি। বাড়ি ফের বাপ আমার। তু মোকে ভুলবিক লাই। তু হোথা থাকবিক লাই। তুর লগে মোর ঘুম লাই। তুর লগে মোর ভোখ লাই। তু কনটোল বাবুর কুথা নিচা কর। তু ফিরা আ ডোনকা। হুটপুট করে একনাগাড়ে কথাকটা বলে গেল করমি। হ বাপ ডোনকা কুথা বুলছিস লাই কেনে। কুথা বল বাপ আমার।

নরহরি পাশে থেকে খেঁকিয়ে উঠল। তু বলতে দিলে তো বলবে। তুই তো একনাগাড়ে বলে চললি তা ও কখন বলবে শুনি। নরহরির কথাকটাও বোধ হয় ফোনের অপর দিকে ডোনকার কানে গেল।

—মা, আমি ভালো আছি খুব ভালো আছি। তুমি কেমন আছ মা। কান্না ভেজা কণ্ঠের আওয়াজ।

—হ ডোনকা তু বাবু হলি। মোকে তুমি বললি। তুমি বুলবিক লাই। বুল, ফিল বুল, সেই আগের মতো বুল, মু তু কিমন আছিস।

—তু কিমন আছি মা, বলে কেঁদে ফেলল ডোনকা। লাউডস্পিকার অন্ করা ফোনে কান্নার াওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। আবার শুরু করল করমি। তু বাবুদের মতো মিছা কুথা বুলসি। তু বাবু হলি ডোনকা। তু ভালো লাই। তোর দুখ হয়। হোথা তু কাঁদিস আর মোকে বুললি ভালো আছিস। তু ফিরে আয় ডোনকা। তুকে মোর কোলে শোয়াব। তুর মাথায় হাত দিল। তোর সব দুখ চলা যাবে। তু ফিরে আ ডোনকা।

—হ ডোনকা তু ইখন কুথা বাপ আমার।

—আমি লালগড়ে আছি মা।

—লালগড়!

—হ মা। সেই তু যিমন তোর কোলে শোয়ায়ে, মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে গল্প বুলতিস। লতা, পাতা, বন, পাখি, খরা, বরা। তবে হেথা ঘাটো গাছ লাই মা। চিনতে লারি ও গাছ।

—হ ডোনকা। গাটো গাছ কুথা পাবি। উ তো ঘাস আছে। উর বীজ হতে ঘাটো হয় বাপ আমার। উখানে আমার মাসি আছে। ধনাই মুন্ডা আমার মেসো আছে। খুঁজ করে লে। তুকে সব চিনায় দিবে। দেখবি মোর মাসি তুকে কেতো সোহাগ করবে। উদের বোরা বোরা চাল হয়। দুখ লাই। উরা ঘাটো খায় না। প্যাট ভরে ভাত খা।

—তুর মাসি মা।

—হ ডোনকা। আমার মাসি, লিজের মাসি। আমার মা হতে কুড়ি চাঁদ ছোটা আছে। হোথা জিগাই লে কারো ঠাঁই। চালকারের করমির মাসি কুথা আছে। টানা টানা চোখ আছে। এক পিঠ কোঁকড়া চুল আছে। পেরহনে পলাশ রঙ এর ডুঁরে আছে।

—হ মা তুর মাসি ইখনো পলাশ রঙ-এ ডুরে পরে।

—কেনে পরবেক লাই। ওরে পলাশ রঙের ডুরে মানাই ভালো। তাই উরে মেসো অন্য ডুরে পেরহায় লা। আর হ, আমহার এক ছোট ভাই কনু আছে। ও মাসির ছেলা। শ চাঁদ বয়স আছে। খুব ছোটা। তবে বহুত জেদ আছে ওর। ওর মাথায় বহুত দিমাক আছে। উ বনে বনে ফাঁদ পাতে। খরা ধরে, বরা ধরে।

পাশে দাঁড়িয়ে অশোক বিরক্তির সুরে ঝাঁকিয়ে উঠল। অকাট মুর্খতে আমার ফোনের টাকাকটা শেষ করে ছাড়বে। কথাটা বোধহয় শুনতে পেল ডোনকা। তাই বলে উঠল, হাঁ মা কাল খুঁজে লিব। তু চিন্তা করিস লাই।

—হ ডোনকা, তু ও কনুকে বলবি ফাদ দিতে। খরা ধরতে। তু মোর লগে একটা খরা লিয়ে...।

অশোক হাত বাড়িয়ে কেটে দিল ফোনের সুইচটা। আঙুলের খোঁচায় সাময়িক ভাবে ছিন্ন করে দিল নিউক্লিয়াস উলেকট্রনের অদৃশ্য সুতোর অলৌকিক বন্ধন। ফোনের সুইচটা দু'বার টিপে বলে উঠল এহেহে আমার পাওয়ার করা ফোনে তিন টাকা তিরিশ পয়সা কেটে নিল।

নরহরি কোল থেকে স্মারকের বাক্সটা নামিয়ে দিল মাটিতে। ইচ্ছে করছিল সেটাকে মাটিত এক আছাড় মেরে সম্মননার স্মান বাঁচাতে। কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করল। কল ব্যাক করেছে ডোনকা। রিং হচ্ছে অশোকের ফোনে। একাধিক বার কেটে দিল অশোক। ধরিত্রীর ধাবমান বায়ুতে তরঙ্গায়িত হচ্ছে মা মা ডাক। এ শব্দ কারও কাছে শ্রুতিমধুর কারও কাছে শ্রুতিকটু। কম্পিত হচ্ছে করমির হৃদয়। কোষে কাষে আন্দোলিত হচ্ছে রক্তে প্রতিটি অণু পরমাণু। ক্ষণিকের আড়ষ্টতা কাটিয়ে অশোককে উদ্দেস্য করে বলে উঠল করমি, হ ছোটঠাকু তু চেন্তা করিস লাই আমি তুদের খ্যাতে এত রোজ বেগার দিব।

নর-কীটময় নরককে উদ্দেশ্য করে ককিয়ে উঠল নরহরি। তোদের মতো মায়েরা সন্তানের জন্য একদিন কেন সারা জন্ম বেগার দিতে পারে করিম, কিন্তু ওই অশোকের মতো মুখোশধারী জনদরদি সন্তানরা মায়ের জন্য এক টাকাও বাজে খরচ করতে পারে না। তু চলে যা করিম তু এখান থেকে চলে যা। কথাকটা নরহরির হৃদয়ের অন্থস্থল থেকে উৎসারিত হল ঠিকই কিন্তু বিষময় বিশ্বের বায়ুতে প্রবেশ করার আগেই হারিয়ে গেল।

কোথায়। কে জানে সে শব্দ শব্দেতর ছিল না শব্দোত্তর। জানিনা শুনতে পেয়েছিল কিনা করমি। তবু চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে গেল সেখান থেকে। মাটির দিকে মুখ করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল নরহরি। স্মারকটি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল অশোক। হয়তো ওটাকে যত্ন করে সাজিয়ে রাখবে সুদৃশ্য শোকেসে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আড়চোকে ওগুলো চেয়ে চেয়ে দেখবে আর অশোক প্রচন্ড উৎফুল্ল হয়ে গু গুন করে গাইবে 'দেখুক পড়া পড়শিতে। কেমন মাছ ধরেছি বঁড়শিতে।'

দুই

ওদিকে ডোনকা এখন বসে আছে সেনা ছাউনিতে। তার নতুন চাকরি। উইদাউট ট্রেনিং-এ তাড়াহুড়ো করে জয়েন করার প্রায় সাথে সাথেই পাঠিয়ে দিয়েছে এই জঙ্গলে। মাওবাদীর সাথে মোকাবিলা করতে। সে জানেনা পুলিশের চারিত্রের অ-আ-ক-খ। চেনেনা এখানকার পথ ঘাট। বোঝেনা এখানকার মানুষের হালচাল। তবু আছে থাকবে। চাকরি করতে হবে। নরহরি তাকে স্বর্গের সিঁড়িতে চাপিয়ে দিয়েছে। আর ফিরে যাবে না ডোনকা। হাঁড়িয়া খেয়ে ছিটেবেড়া মেঝেতে গড়াগড়ি দেবে না। গামছার লেংটি মেরে সকাল থেকে সাঁজ পর্যন্ত করমি ভরমির মতো কাদা ঘাঁটবে না। মাথায় পলাশের ডাল গুঁজে মাদলের তালে তালে নাচবে না। গাইবে না, 'বোলোপে বোলোপে হেগামিসি হোনকো/ হোইও ডুডুগার হিজতানা/ বোলোপে... ।' তার মাথায় এখন দেশের টুপি। দশের চোখে সে এখন এদেশের রক্ষক। ভক্ষকের দিকে বন্ধুকের নল উঁচিয়ে তক্ষকের মতো তাক করে বসে থাকতে হবে তাকে।

রণক্ষেত্রেই পাতা সাময়িক শয্যা। ক্ষণিকের বিশ্রাম। হৃদস্ক্রিণে চলমান ছবি। ফুটে উঠছে দান্তেওয়াড়ার দৃশ্য। খলনায়কের ছাতার তলায় এখন নায়ক। তবু নায়কের হার! না কক্ষনও মানা যাবেনা। নায়কদের হার মানায় না। এরা হারে না। জিতবেই ওরা। হোক না শেষ মুহূর্তে। তবু জিতবেই। পিছু পিছু আর একটা ছবি ভেসে উঠছে। তথাকথিত এক মরা মাওবাদীর হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে তার মাঝ দিয়ে গাছের ডাল পুরে দুজনে কাঁধে করে নিয়ে আসছে। ঠিক সেই ভাবে যেভাবে ডোনকার বাবার গভীর জঙ্গল থেকে শিয়াল শিকার করে আনতো। কিন্তু তার বাবাদের মুখে একমুখ হাসি থাকতো। কিন্তু এদের নেই। সারা মুখটা যেন থমথমে। হাসি নেই। উল্লাস নেই। বদলার আনন্দ নেই। কেন নেই সেটা জানে ওরা। যাঁরা তাঁবু ফেলেছে ওই জঙ্গলে। তাঁবুর তলায় যারা চোখ বুঁজে ঘুমানোর ভান করে পড়ে আছে। ঝিঁঝি পোকার ডাকে ভুতু জেলার শব্দ শুনছে। সংসারের দুখ দূর করতে দূরে বহু দূরে মা, বাবা, ভাই, বোন, সংসার সব ছেড়ে দুঃখকে বুকে করে মুখ বুঝে পড়ে আছে।

—নমস্তে সাবজি, ইয়ে লিজিয়ে আপকা খানা। ছে, রটি হ্যায় ইঁহাপে। ওউর দো এক লাঁ দু কেয়া সাব?

ভূত ভবিষ্যতের জলছবি দেখতে দেখতে স্বজ্ঞানে ফিরে এল ডোনকা। মুখটা তুলে বলে উঠল, নেহি নেহি ওউর জাদা নেহি চাহিয়ে। আপ যাও, ঔর হাঁ এক জগ পানি ভেজ দেনা ব্যাস। আগন্তুক রুটির থালাটা নামিয়ে দিয়ে, টিক হ্যায় সাব বলে প্রস্থান করল। রুটির থালাটা কোলে তুলে নিল ডোনকা। এক দুই তিন করে গুনে নিল রুটি কটা। হ্যাঁ পুরা ছটা আছে। তাঁবুর ওপর থেকে কে যেন বলে উঠল, হ ডোনকা স্রেফ ছে রোটি!

—হ্যাঁ হো যায়েগা।

—ক্যায়সে হোগা রে ডোনকা। ইতনা জোয়ান মরদ আছিস ওউর দশ বিশ মাঙ্গা লে। মিল যায়েগা।

—বরা রিট বরা।

—বরা!

—হাঁ উটা পোড়াল। কাটল। হিথাক হুথাক কোতোজন এল। হাঁড়িয়া এল। চোপ্পর রাত মাদল বাজল। আঃ সে কি স্বাদ ডোনকা।

তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার স্বাদ ডোনকাও পেল বই কী কিছুটা। এভাবেই রাতে শুকনো রুটির সাথে মায়ের মুখে খরা, বরা, তিতির হরিয়াল বনমুরগির মাংসের স্বাদ পাল্টে পাল্টে মৌজ করে খেয়েছে। কিন্তু সেই স্বাদের সাথে এই স্বাদের কোনও মিল নেই। সেই স্বাদ খুঁজে পাচ্ছে না ডোনকা এই স্বাদের ভিতরে। হ কিমন গন্ধ লাগে উ লে মা তু খা। থালাটা ঠেলে দিল ডোনকা। উল্টে গেল থালাটা। রান্নাকরা রেওয়াজি মাংস তখুন লুটোপুটি খাচ্ছে নীচে নামানো ডোনকার জুতোর সুখতলায়। ডোনকা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে চোখে। হ মা তুর লগে মনটা কিমন কিমন করে মা। তুরে দেখতে খুব ইচ্ছা করে মা তুর কাছে যেতে ইচ্ছা করে মা।

ইচ্ছে! ইচ্ছেতো অনেক কিছুই করে ডোনকা। সব ডোনকার ইচ্ছে করে সারা জঙ্গল ছেঁচে সমস্ত খরা বরা ধরে এনে করমিদের উনুন পাড়ে নামিয়ে দিতে। একবারে এক বোরা চাল গিনতে। এক হাঁড়ি চাল সিদ্ধ করে একবারে বাখর গুলে দিতে। চাঁদের সমস্ত আলোটা নিংড়ে এনে করমিদের ঘুটঘুটে আধার বেড়া ঘরে ছেড়ে দিতে। কিন্তু পারে কই ডোনকা। পারে না। শুধু মায়ামৃগর পিছনে ছুটে যাওয়া। বুক ফাটা আর্তনাদ। বাঁচা-বাঁচা। বাস্তবের মাটিতে কালের গহ্বরে হারিয়ে যায় রাম। জনক দুহিতারা লালন করে লব কশ। তৈরি করে নতুন রা। আবার ছুটবে, ছুটবে শুধু ছুটবে।

নিস্তব্ধ না হলেও কিছুটা স্তব্ধ হল তাঁবু। তাঁবু থেকে বেড়িয়ে এল ডোনকা। ডেনারেটারের আলোয় আলোময় তাঁবুর চারিদিকটা। দুরে আফ্রিকার আধাঁর। আট দশজন ফৌজ রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে। ডোনকা তাদের সাথে কী যেন পরামর্শ করে আবার প্রবেশ করল তাঁবুতে। স্থানীয় ম্যাপটা খুলে দেখতে লালগ। কোন্ রাস্তার কত বাঁক। কোন্টা মিশছে কোথায়। সম্ভাব্য মাওবাদীদের নামের তালিকা। এক এক করে পড়ে ডোনকা। কনু মন্ডা। কনু! চমকে ওঠে ডোনকা। এই তো তার মা সন্ধ্যাবেলায় ফোনে বলছে কনু নামে তার একটা ছোট ভাই আছে। শ চাঁদ বয়স আছে। বয়সের ঘরে চোখ রাখে। পঁয়ত্রিশ। শ'চাঁদ মানে তো আট সারে আট বছর। পিতার ঘরে ধনাই মুন্ডা। হ ধনাই মুন্ডা! হ মায়ের মেসোও তো ধনাই মুন্ডা াছে। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারে ডোনকা। তার মা মুন্ডারি সমাজ ছেড়ে সেই পঁত্রিশ তিরিশ বছর আগে উঠে গেছে। তার পর আর কারও সাথে যোগাযোগ রাখেনি। তখন ঠিক যাকে যেমন দেখেছিল এখনও তার মনে তেমনি আটকে আছে। এবার সিওর হয়ে গেল

ডোনকা। এই কনুই তার মায়ের ভাই। তার মামা।

তার মায়ের বয়স অনুমান করে মাছের মাসির বয়স আন্দাজ করে, প্রায় সত্তর পঁচাত্তর হবে। মেসোরও কাছাকাছি হবে। কে জানে বেঁচে আছে না মরাছে। কুথা খুঁজবে কনুকে। কে খুঁজে দিবে তাকে। মাওবাদীর লিস্টে তার নাম পুলিশ ডোনকার একদম বিপরীতে। বর্তমানে দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা ওরা। সুমেরু আর কুমেরু। হোক ভিন্ন মেরু। আবহাওয়া এক আভাব। কাল খুঁজে লিবো তাকে। কেতো মজা হবে দাদু দিদা মামা কেতো কেতো কিছু। এই ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ডোনকা। স্বপ্নের রাজত্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন। অশোকটাও ঘুমিয়েছে। তাই ফোনের লাইনটা আর কাটতে পারেনি। ডোনকা পেয়েছে মাকে। সেই কেটে দেওয়া শেষ থেকে আবার শুরু।

—হ ডোনকা তু মোর লগে একটা খরা লিয়ে আসবি।

—হাঁ মা তুর লগে একটা কেনে, এনহেক খরা লিয়ে যাব। এভাবেই অসমাপ্ত কত সুর আবার বেজে ওঠে স্বপ্নের দেশে। কত জন চেখে নেয় অদেখা অলৌকিক স্বর্গের স্বাদ। ডোনকাও চাখছে।

—হ এনহেক খরা!

—হ মা এনেহেক খরা।

—হ ডোনকা, মাসির সাথে দেখা হল?

—হাঁ হল।

—ইবার বল ওকে ডুঁরে শাড়ি কিমন মানায়।

—না মা তুর মাসি ইখন সিঁয়াই করা তেনহা পরে।

—তেনহা পড়ে!

—হাঁ মা ও ইখন বুড়িটা হয়াছে।

—বুড়হা হল! আমার ইমন তাজা মাসি বুড়হা হল। মোর মেসো কিমন আছে?

—উ ইখন উঠতে লারে মা।

—হ মেসো উঠতে লারে! ইমন জোয়ান মেসো, কেটানে একবোলা ধান উঠাঁয় লিত, সি ইখন উঠতে লারে?

—হ মা।

—হ ডোনকা, ও কনু আমার ছোটা ভাই কিমন আছে? ই উখন ফাঁদ পাতে?

—না মা ই উখন ল্যান্ডমাইন পাতে।

—ল্যান্ডমাইন! ইতে খরা ধরে?

—না মা উতে ডোনকা ধরে।

—হ! ডোনকা ধরে!

—না মা না, ই ইখন কুকুর ধরে।

—কুকুর ধরে!

—হাঁ মা নেড়ি, এ্যালসিসিয়ান, ডোবারম্যান, গ্রেহাউন্ড আজকাল ব্লাকক্যাট কোবরাও ধরছে দুই একটা

ধরাম করে একটা প্রচন্ড আওয়াজে কেঁপে উঠলো চারিদিক, নিমেষে ধোঁয়া ধোঁয়াচ্ছন্ন। লালিয়ে উঠল ডেনকা। গোটা তাঁবু জুড়ে ভয়ানক তান্ডব। আলোগুলো নিভে গেছে। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। কোমরে গোঁজা রিভরভরটা হাতে নেয় ডোনকা। পজিসন্ নিতে হবে। কোথায় পজিসন্ কোন্ পজিসন্। কোনদিকে তাক করবে। কাকে গুলি মারবে। শতাধিক জোয়ান আছে এখানে। কেউ নাম জানেনা কারও। চেনে না কেউ কাউকে। সব ইউনির্মই এখন কালো আঁধার। প্রশিক্ষিতরা গড়াতে গড়াতে পৌঁছে গেছে বাঙ্কারের আড়ালে। গুলি ছুঁড়ছে। কে জানে কাকে মারছে। কোন্ দিকে মারছে। স্টেনগান, এক কে ফর্টি-সেভেন রাইফেল সবাই সবার মতো গর্জন করছে। আর বেচারা ডোনকা রিভলভারটা হাতে নিয়ে মাটি মায়ের বুক বুক পেতে পড়ে আছে ।

বিপক্ষের গর্জন ততটা ছিল না যতটা গর্জন করল এরা। ওরা কখন লুকিয়ে এসে আচমকা একটা জোরালো বোমা ছুঁড়ে পালিয়েছে। তাতেই কাজ হাসিল। পাড়ায় পেয়ে একটা নেড়িতে প্রশিক্ষিত এ্যালসিসিয়ান দুটো মেরে দিয়ে চলে গেছে। পরের দিন খবরের শিরোনামে আবার লালগড়। মাওবাদীর সাথে যৌথবাহিনীর সারা রাত ধরে তুমুল গুলির লরাই। দুজন ফৌজি নিহত। বেশকিছু মাওবাদী আহত তারা পলাতক। যৌথবাহিনী তাদের ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ফুরফুরে বারুদের গন্ধে খবর মাতানো সকালে শোক পালন করছে শতাধিক ফৌজ। সবার মুখেই একরাশ আতঙ্ক। মোবাইলের দৌলতে আত্মীয় স্বজনদের সাথে শেযার করছে কেউ কেউ। ডোনকাও চাইছিল নরহরিকে ফোন করে একবার বলতে। হ পোদান ঠাকু তুর ডোনকা মরে লাই কাল। ইখনো মান লিয়ে বেঁচে আছে। খুব ভালো আছে। কিন্তু অশোক কেটে দেবে যে ফোনটা। একটু বেলা হতেই ঝাঁ চকচকে গাড়ি চেবে তারা মার্কা তলোয়ার মার্কা তাবড় তাবড় অফিসাররা হাজির হয়েছে। কারও দাঁত খিঁচুনি। কারও চোখ রাঙানি। সব শালা বুড়বাক কাঁহেকা। ডিউটি পর আকে সব শালা শো রাহা হ্যায়। ননসেনস্ স্টুপিড ইত্যাদি ইত্যাদি। যেখানকার মাল সেখানে ফিরিয়ে দেবার জন্য কফিন বন্দি হয়েছে লাশ দুটো। চেপে গেল গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট করে হুশ করে রওনা দিল। কে জানে কাকে ফেরত দিতে গেল কার সেরা সম্পদ।

সাহেবরা সব গোল টেবিল বৈঠক করছে। ডাক পড়েছে ডোনকার। কে জানে কাঁধে দুটো তারার জন্য না ষণ্ডা গন্ডা চেহারার জন্য। এক অফিসার ডোনকাকে দেখে বলে উঠলেন, হ্যাঁ বলুন, আপনার নাম ডোনকা মুন্ডা।

—ইয়েস স্যার।

—সাঁওতালি ভাষা জানেন নিশ্চয়।

—অল্প স্বল্প জানি স্যার।

—যা জানেন ওইটাই কাজে লাগান না। দেশের জন্য। দশের জন্য।

—কী কাজ স্যার।

—ওদের মধ্যে মিশে যান। ওদের আপন হয়ে যান। কে কোথায় থাকে খোঁজ করুন। ধরুন একটা মাথাকে, প্রমোশন পেয়ে যাবেন।

—উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দিল ডোনকা, ইয়েস স্যার। পেয়েছে সুযোগ একটা। আজ থেকে খুঁজবে তার দাদুকে, দিদাকে, মামা কনুকে। খুঁজে বের করবেই ওদের। সে তার মায়ের মুখে মুন্ডারি দুনিয়ার শুধু গল্পই শুনেছে। ওবার সে নিজের চোখে দেখবে। দু'চোখ ভরে দেখবে। তার নিজস্ব সমাজ সাম্রাজ্য।

তিন

এপথ ওপথ এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরছে, শুধু ঘুরছে ডোনকা। কে জানে কোথায় কতদূরে পৌঁছেছে। গাছ গাছালির ফাঁক বেয়ে কখন ঝুঁকে পড়েছে সূর্য। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এ যেন তার নিজস্ব সাম্রাজ্য। সবাই আপন তার। ভাঙা ভাঙা সাঁওতালি ভাষায় জল চেয়েছে। যদিও সব সাঁওতালি ভাষা এক নয়, তবু ঠারে ঠোরে বুঝিয়েছে। না করেনি কেউ। ধনাই মুন্ডা কোথা আছে। প্রায় পঞ্চাশ শুধিয়েছে। উত্তর পায়নি। আার বলেছে ও আমার দাদু আছে। চালকারের করমি আমার মা আছে। সবাই ঘাড় নেড়েছে। কে জানে কোথায় চালকর। কে করমি। কে ধনাই। তবু থামেনি ডোনকা। খুঁজে তাকে পেতেই হবে। মা তাকে মিথ্যা বলেনি। তার প্রমাণ পেয়েছে কাল রাতে। ঝুঁকে পড়া সূর্যের এতরচা আলো পড়ে চকচক করছে কলো চকচকে ডোনকার মুখ। মুক্তোর মতো দপ্‌দপ্‌ করছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। যেন কচুর পাতার জলে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটছে।

—হ ভাই ধনাই মুন্ডা কুথা থাকে।

—ধনাই মুন্ডা!

—হ উ আমার দাদু আছে। চালকারের করমি আমার মা আছে।

—হ বুঝাছি। ই কনুর বাপ?

—হ হ হ ও কনুর বাপ। ও কনু আমার মামা আছে। আমি করমির ছেলা আছি।

—হুই দেখ। হোথাই থাকে। আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল একটা জীর্ণ ছিটেবেড়ার ঘর। ছুট লাগাল ডোনকা। হাতের নাগালকেও কখনও কখনও আলোকবর্ষ দূরত্ব মনে হয়। ছুটেছে ডোনকা। হাঁ এসেছে সে তার কল্পলোকে দেখা আদি গ্রহটায়। ছিটেবেড়ার বারান্দায় একপাশে শুয়ে আছে কেউ। ঠিক শুয়ে নয় যেন পড়ে আছে কিছু। আর একপাশে পা ছড়িয়ে জীর্ণ নোংরা তেনা পরিহিতা এক অশীতিপর বৃদ্ধা খালি গায়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসে আছে। যেন বাসার বসে মা পাখি আশায় পালকহীন পক্ষীশাবক। মাঝে মাঝে চঞ্চুদ্বয় বিস্ফারিত করছে। গোলকটাকে গিলে খেতে চাইছে। এগিয়ে এসে বৃদ্ধার সোজাসুজি বসে পড়ল ডোনকা।

—হ কনু এলি বেটা

—না আমি কনু লই ডোনকা।

—ডোনকা!

—হ ডোনকা।

—কোন ডোনকা?

—ইখানে চালকারের করমির মাসি থাকে?

—চালকার! কোন চালকার?

—হ উ চালকর। পন, পাখি, লতা, পাতা, পাহাড়। সেই করমি। সে আমহার মা আছে। ধনাই মুন্ডা তত্তার মেসো আছে।

—হ করমি! হ হ বেটা সি তো আমহার বুনঝি আছে। তু তার ছেলা?

—হ আমি তার ছেলা। তু আমহার দিদা আছিস?

—হ ভাই হ? আমি তুর দিদা আছি। তুর ম করমি ইখন কুথা আছে কিমন আছে। ও জামাই ভরমি কিমন আছে।

—হ হ সব ভালো আছে। তু কিমন আছিস বল্‌।

—আমি! আমি ভালো আছি বেটা, আ তু ইধার আ।

চামড়া আচ্ছাদিত কঙ্কালের হাতটা খামছে ধরল ডোনকার হাত। ছড়িয়ে রখা পা দুটোর উপর ঝুঁকে পড়া কঙ্কালের ঊর্ধ্বাংশ টেনে একটু সোজা করে অন্য হাতে দুবার চাপড় মারল জানুতে।

—হ বেটা, দে ইখানটায় মাথা দে। তুর মাথায় হাত বুলাই।

কোনও সংকোচ নেই। আড়ষ্টতা নেই। সাবলীল ভঙ্গিমায় বৃদ্ধার জানুতে আলগোছে মাথাটা দিয়ে মাটিতেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ডোনকা। লিকলিকে আঙুলগুলো বিলি কটাতে লাগল ডোনকার কালো ঘন চুলে। আঃ কী পরম তৃপ্তি। পৃথিবীর সেরা শয্যায় আজ শুয়েছে ডোনকা।

—হ বেটা, করমি সেই কবে কুথায় চলা গেল, কোনও খবর লাই। তুরা কবে হলি কুথা হলি জানা লাই। হ বেটা আমার করমি ইখন কিমন আছে।

ডোনকা লম্বা একটা হাঁই তুলে বলে উঠল, বললাম তো ভালো আছে। যেন একরাশ ক্লান্তি গ্রাস করেছে ডোনকাকে। হাত দুটো বিছনের দিকে ঘুরিয়ে জড়িয়ে ধরল দিদাকে। এই ভাবেই ওর মাকে ধরে ডোনকা।

—হ দিদা তা ইক্কেবারে আমহার মায়ের মতো আছিস।

ডোনকার দিদার লুপ্তপ্রায় শুকিয়ে যাওয়া স্তনের কালো মোটা বোঁটা ঘষা খাচ্ছিল ডোনকার গালে।

—হ দিদা খুব দিদা আছে। কিছু খেতে দে।

—খেতে দিব! কী দিব। কিছু লাই বেটা।

—কিছু লাই! তবে মা যে বলে তুদের বোরা বোরা চাল হয়।

—একদিন হত, বেটা ইখন হয়না।

—কেনে হয়না।

—খ্যাত লাই।

—কনু ফাঁদ পাতে না। ঘরা ধরে না।

—না।

—কেনে ধরে না।

—হ আর সেই জঙ্গল লাই। খরা লাই।

—জঙ্গল লাই! তবে ও গাছ লতা পাতা ই গুলান কী?

—ইখানে দুকান লাই?

—হ আছে। পয়সা লাই বেটা।

দিদার গলাতেও ডোনকার মায়ের মতো এক সুর। একদিন সব ছেল। ইখন লাই। কিছু লাই। ডোনকা দিদার কোল থেকে মাথা তুলে তড়াক্ করে উঠে বসল। হ আছে। সব আছে। তুদের ডোনকা আছে দিদা। ত্রস্ত জামার পকেটে হাত ঢোকাল ডোনকা। খাবল মেরে যা ছিল বের করল। কিন্তু যো বের করতে গে তা কই। এ ত আই কার্ড আর ভাঁজ করা ম্যাপটা। হ উতো পয়সা লিতে ভুলাছে। ওসব পড়ে আছে তাঁবুতে। উঠে পড়ল ডোনকা। হ দিদা তু বস আমি খাবার আনি। ছুট লাগাল ডোনকা।

—হ বেটা কুথা যাস

—তু বস দিদি আমি খাবার আমি। নিমেষে ডোনকা মিলিয়ে গেল কোথায়।

দিদিমণি মাথা রেখেছে দিগন্তের কোলে। অনন্ত পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত। তন্দ্রাচ্ছন্ন এখন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়বে গভীর ঘুমে। চারিদিক গ্রাস করবে আঁধার, আঁধার শুধু আঁধার। ডোনকা ছুটছে যেতে হবে এনহেক দূর। কে জানে কতক্ষণ লাগবে। হোথা টাকা আছে। টাকা লিবে। দুকান যাবে। এক ঝোলা চাল লিবে। দশ-বারটা ডিম লিবে। আলু লিবে। দিদাকে খাওয়াবে। প্যাট ভরে ভাত খাবে দিদা। আগে সব ছেল। ইখন লাই। কিছু লাই। আছে ডোনকা আছে। বাসুকির বিশ দাঁত চেপে ধরে সাগার ছেঁচে সুধা আনবে ডোনকা। ছুটছে ডোনকা ছুটছে। আর তার পায়ে পায়ে ছুটছে ওরা। দিন ছুটছে। রাত ছুটছে। নীলিমার নী চিরে সাদা বক ছুটছে। অরণ্যানির আলিন্দে আলিন্দে আঁধার গহ্বরে কেউ আত্মগোপন করছে। কেউ সেখান থেকে আত্মপ্রকাশ করছে। আলো ছুটছে। আঁধার ছুটছে। আর ডোনকার পিছু পিছু ছুটছে আর একজন। কনু। হ্যাঁ কনু। ওদের বাড়ি থেকে ডোনকা যখন বের হয়েছিল তখনই দেখেছিল ওকে কানু। কানু আসছিল ওর মাছের সাথে দেখা করতে। কিছু টাকা দিতে। এই কদিন আগে একবার এসেছিল। দিয়েছিল ওর মাকে কতগুলো টাকা। কিন্তু টাকা কটা বেশিক্ষণ হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারেনি ওর মা। তক্কে তক্কে ছিল পুলিশ। কনু ধরা পড়তে পড়তে পালিয়ে বেঁচেছিল। পুলিশ তল্লাশ করল ওর ঘর। কী আছে ঘরে কিছু লাই। মৃতপ্রায় বুড়া বাপটারে উল্টে উঠোনে ফেলে দিয়ে খুঁজেছিল বিছানা। না বিছানা নয় ছেঁড়া তালাই এর তলা। পায়নি কিছু। কোনও মাওবাদী পোস্টার বা গোপন কাগজপত্র। ছেঁড়া তেনাটায় টান মেরে ওর মাকে সার্চ করেছিল। কিছু পায়নি। ঘাড় ধাক্কা দিয়েছিল। পড়ে গিয়েছিল বুড়ি। হাতের মুঠিটা আলগা হয়েছিল। বেরিয়ে পড়েছিল টাকা কটা। মায়ের দুধের দাম। কনুর ঘাম বেচা, ঘুম বেচা টাকা। কে জানে টাকা কটা কেউ কুড়িয়ে নিয়েছিল না ভারি বুটের তলায় তলে দিয়েছিল। পুঁতে দিয়েছিল চোখের জলে ভেজা নরম মাটিতে।

—শালা আবার আজ। কে ওটা। ছুটছে কেনে। কুথা যাবে। পুলিশ ফাঁড়ি যাবে। পুলিশে খবর দিবে। ডোনকাকে অনুসরণ করছে কানু। আলো আঁধারিতে ডোনকার বেশ কাছে কাছেই যাচ্ছিল কনু। ডোনকা তাকায় নি পিছন ফিরে। জংলি জানোয়রা একবার গোঁ ধরলে আর পিছন ফিরে তাকায় না। ডোনকার গায়ে একটা আটপৌরে জামা। লুঙ্গিটা ভাঁজ করে গিঁট দিয়ে পরা। ঘামে ভিজে গেছে সব। লেপটে গেছে জামাটা।

পিছনে কোমরে গোঁজা ওটা কি? রিভলভার?

কোমর থেকে জামাটা টেনে তুলে মুখ মুছলো ডোনকা।

হাঁ রিভলভার। কালো বাঁট। হাঁ ই শালা পুলিশ ডোনকা।

নিজের রিভলভারটা হাতে নিল কনু। এখানে কোন বসতি নেই। জঙ্গলের সরু পথ আলো আঁধারের লুকোচুরি। আলো ক্রমশ হেরে যাচ্ছে আঁধারে কাছে। আজ ছাড়ব না তুকে।। তুরা আমহার বুড়া বাপটারে উঠানে ফেলাছিস। মা টারে ঘার ধাক্কা দিয়াছিস। আমহার মায়ের মুখের আহার কারাছিস। পুলিশ ফাঁড়ি আর বেশি দূর নয়। সেটা ডোনকা না জানলেও কনু জানে। তাক করল কনু। হ্যাঁ ট্রিগার টেনে দিয়েছে। হাঁ

লেগাছে শালা লুলিশের পিঠে। হ মা করে আওয়াজ করেই রিভালভার হাতে নিলে ডোনকা। পিছু ফিরেই গুলি। কনুর বুকের খাঁটা ঢুকে পড়েছে। গুলি। ডোনকর ট্রেনিং ছিল না তবু নিপুণ লক্ষ্যভেদ। কে জানে কাকতালীয় ভাবে না তার গায়ে দ্রোণাচার্যের হৃদকম্পন একলব্যর রক্তথারার জন্যে। ধেয়ে এল ডোনকা। ঝাপটে ধরেছে কনুকে। জঙ্গল কাঁপানো আর্ত গর্জন।

—বুল তু কে আছি। বুল তু মোরে গুলি করলি কেনে। প্রবাদ আছে শেষ যাত্রার সময় সবাই সত্যি কথাই বলে।

—আমহি কনু।

—কনু! কনু মুন্ডা!

—হ।

—ধনাই মুন্ডা তুর বাপ আছে।

—হ। কনুর কয়েস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালসিটে রক্ত।

—কনু আমি ডোনকা। তু আমহার মামা আছিস। ও চালকার, করমি।

—হ হ ও করমি আমহার দিদি আছে।

—আমহি তার ছেলা আছি কনু।

—হ তু আমহার ভাগ্না।

—হ তুর ভাগ্না।

—ভাগ্না, তু ক্ষেমা করা ভাগ্না। আমহি ভুল করাছি ভাগ্না। জড়িয়ে ধরেছে কনু ডোনকাকে। ডোনকাও ধরেছে কনুকে। যে দুই কালভুজঙ্গ পাকে পক মেরে জড়িয়ে ধরেছে উভয়ে উভয়কে। মদমত্ত মহাকাল। মহাতালে নৃত্য করছে। মাথা দুলছে। ঝুঁকে পড়ছে।

—হ ভাগ্না চল্ তুকে ডাক্তারখানা লিয়ে যাব। তুকে আমি বাঁচাব ডোনকা। উঠ্ মোর কাঁধে উঠ্। চাগিয়ে তুলতে যায় ডোনকাকে। মুখ দিয়ে দর দর করে ঝরে পড়ছে কাল-ভূজঙ্গর কালকূট। মাথা ঝুঁকে পড়ছে।

—হ মামা। ওদিদার বড়া দুখ আছে। এক প্যাট খিদা আছে। তুল্ মাথাথা তুল্। তু ছাড়া ইর কেউ লাই। উঠ্ তুকে ডাক্তারখানা লিয়ে যাবত তুকে আমি মারতে দিবনা মামা।

কমুকে ঝাঁকরে কাঁধে তুলতে যায় ডোনকা। পিছনের ক্ষতস্থান দিয়ে ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ভিজে যাচ্ছে ভরা পলাসে পাতা। লালে লাল হয়ে যাচ্ছে লাল মাটির ধুলো। উঠ মামা। পায়ের চাপে মটমট করে উঠল ভেঙে পড়া মহুয়ার ডাল। মহাকাল যাকে টেনে ধরেছে তাকে উঠাবে কে। তুলতে পারছে না ডোনকা। কনুও তো চাইছে ডোনকাকে তুলতে। কিন্তু সব অসার হয়ে যাচ্ছে। মহাকাল কালঘামে চান করিয়ে দিচ্ছে। উট্ মামা উঠ্। কনুকে তুলছে ডোনকা। পা পেলছে। কেঁপে উঠছে পা। টনে ধরছে ধরিত্রী। কুথা যাবে। কুথা ডাক্তার। হ মা আমি তুর ছোটভাই কনকে মারাছি। তোমরা লগে দুর মাসি মর‍্যা যাবে। মোর লগে তুর মেসো মর‍্যা যাবে। হ পেদানঠাকুর দেখ তুর ডোনকা কেতোবড় মান পেয়েছে। ওর মান কাঁধে করে বইতে লারছে। এক কালাপাহাড়ের চালে আর এক কালাপাহাড়ের সমস্ত রক্ত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। সারা শরীর অসার হয়ে আসছে। লতা পাতা বন জঙ্গল চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে। চক্রব্যূহে অভিমন্যু। চক্রাকারে ঘুরছে শুধু। ফিরে আসার ব্যর্থ প্রয়াস আর পারছে না ডোনকা। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মাটিতে পা বসে যাচ্ছে। কোমর বেঁকে যাচ্ছে। হ মা বল কনুকে কাঁদে নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল ডোনকা। সব শেষ কেঁপে উঠল মেদিনী। কেঁপে উঠল পলাশ পাকুর। কেঁদে উঠল লতা পাতা বন জঙ্গল। পলাশের ডালে ককিয়ে উঠল কাপপেঁচা। চতুর্গুণ চিৎকার করে উঠল লক্ষ কোটি ঝিঁঝি পোকা। হে করুণাময় তুমি কি সত্যিই করুণাময়। নাকি করুণার পাত্র। তোমাকে দেখে আজ করুণা হচ্ছে ঠাকুর। তুমি নিষ্ঠুর। আরও সহস্রগুণ নিষ্ঠুর তোমার এই অভাব নিয়ে খেলা।

চার

এক দো এক। এক দো এক। এক দো এক। সাত সকালে সরকার বাহাদুরের পদাতিক বাহিনী পদব্রজে পতিত প্রান্তরের পথ পরিক্রমা করতে বেরিয়েছে। সা...বধান। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। কেন দাঁড়াল কেন। পথ আগলে পড়ে আছে দুই কালাপাহাড়। পাথুরে মাটিতে পাথর হয়ে পড়ে আছে দুটো তাজা তরুণ। না আর তাজা নেই। শুকিয়ে গেছে। পলাশের তলায় পড়ে আছে হঝরা পলাশে ফুল। হারিয়ে ফেলেছে সৌরভ। সৌভিক সূর্যের শক্তি নেই আর সেই সৌরভ ফিরিয়ে দেবার। শুকিয়ে যাচ্ছে। জমাট বাঁদা চাপ চাপ তাজা রক্তে পিঁপড়ে ধরছে। শত সহস্র মাছি ভন্ ভন করছে। শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা কনুর কোমর চেপে ধরে পড়ে আছে সাব ইন্সপেক্টর ডোনকা মুন্ডা।

পরের দিন প্রতিটি সংবাদপত্রে শিরোনানে ডোনকা মুন্ডার নাম। মোটা মোটা হরফে প্রথমেই জ্বলজ্বল করছে, দেশের গর্ব, পুলিশের গর্ব, সাব সইন্সপেক্টর ডোনকা মুন্ডা। টিভি চ্যানেলগুলোতে সেদিনই তাজা খবর ছড়িয়ে দিয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। শুধু শোনেনি ডোনকার পেদানঠুরু আর তার গ্রামের কেউ। কোনকারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। হাটে বাজারে গিয়ে কেউ কেউ শুনে এসেছে টিভিতে তাদের গ্রামের নাম বলছে। ডোনকাকে দেখাচ্ছে। কেন দেখাচ্ছে তাও শুনেছে। করমি সেই পরশুদিন রাতে নরহরির বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে জ্বল পরেছে। তোর রোগা বিধবা মেয়েটা ছেলে দুটোকে নিয়ে কিছু সাহায্যের আশায় পাশের গ্রামে শ্বশুরবাড়ি গেছে। শ্বশুর দেবরের কাছে কিছু পেলে ভালে, না পেলে ভিক্ষা করবে রাস্তায় বাস্তায়। করমির তুমুল জ্বল। উল্টোপাল্টা বকছে। অনেকেই গিয়েছিল খবরটা করমিকে জানাতে। কিন্তু পারেনি। মুখের দিকে তাকিয়ে পালিয়ে এসেছে।

পাথর হয়ে গেরল করমি। চোখে জল নেই। বিলাপ নেই। দুঃখ নেই। কষ্ট নেই। নির্বাক নিশ্চুপ। যেন কোনও প্রস্তরশিল্পী নিপুণ হাতে পাথর কুঁদে নামিয়ে রেখেছে এক যুগান্তকারী।

ঋণ স্বীকার ঃ আমার প্রিয় লেখিকা মাননীয়া মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস থেকে আদিবাসীদের কয়েকটি নাম এবং গান আমার গল্প ব্যবহার করেছি।